বস্তুসার

(Abstract)

বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে গল্প লিখতে আরম্ভ করা এবং পরবর্তী দীর্ঘ ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্যকর্মে নিরলস নিয়োজিত থাকা বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক চোমং লামা তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ব্যক্তি-সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছিল এক অন্ধকার সময়। সে অন্ধকার সময়কে তিনি তুলে ধরেছিলেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। দেশভাগ থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু সমস্যা, পূর্ববঙ্গের আজাদী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, উত্তরখণ্ড-কামতাপুরী আন্দোলন ও সাত-আটের দশকের যুবসমাজের বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত শ্রেণির দারিদ্র্য, নাগরিক সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইতিহাস ও পুরাণ ইত্যাদি উঠে এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন- তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রীয় যুগ পেরিয়ে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনায় নিজস্ব একটি জগৎ রচনা করেছেন। তিনি মাটি ঘেঁষা জীবনের কাছাকাছি মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন।

সম্ভবত ১৯৪৭ সালের দিকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন। উত্তরবঙ্গে এসে নগর কলকাতায় কাজের সূত্রে গিয়ে ব্যর্থ হন। তারপর উত্তরবঙ্গেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন আজীবন। চোমং লামার এই সুদীর্ঘ পদচারণার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে বাংলাদেশের স্মৃতি, নগর জীবনের কথা, গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি-মানুষ, চা-বলয়ের জনজীবন। উত্তরবঙ্গের নদী-নালা, প্রকৃতি-জনজীবন তাঁর আত্মায়, আর মস্তিষ্কে নগর কলকাতা-উত্তরবঙ্গের নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একদিকে নগর জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়, অন্যদিকে বাঙালিদের জীবনচিত্র, সুখ-দুঃখ, চা-বলয়ের আদিবাসী জনজীবনের জীবনসংগ্রাম, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসের আকারে তুলে ধরেছেন দরদী কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টিতে।

মানুষই তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় স্তরের মানুষই তাঁর সৃজনে উঠে এসেছে। স্বচক্ষে দেখা গ্রাম-চা-বলয় অঞ্চল, নগর জীবনের ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে মানুষের দারিদ্র্য, হতাশা, গ্লানির পাশাপাশি তাঁদের জৈবিক সম্পর্ক-হিংসা-বিদ্বেষ

সহ জীবনের যাবতীয় ক্লেদ পঙ্কিলতা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি মানুষের কথাই লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে শিক্ষায়তনিক জগতে চোমং লামাকে নিয়ে তেমনভাবে গবেষণার কাজ হয়নি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচিত অমিত কুমার দে সম্পাদিত 'চিকরাশি' নামক একটি পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর আঙিনায় চোমং লামা সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁর কথাসাহিত্যে বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য, আঙ্গিকের বিশেষত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া দরকার, তাহলেই প্রায় অনালোচিত-অনালোকিত কথাসাহিত্যিককে পাঠক চিনতে পারবে। বহুমাত্রিক জীবন-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চোমং লামার কথাসাহিত্য নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা এখনো হয়নি। কবি অমিত কুমার দে, ড. গৌরমোহন রায় প্রমুখ তাঁর গল্প উপন্যাস নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে একটু আধটু আলোচনা করেছেন। অথচ তাঁর কথাসাহিত্যে যে বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার রয়েছে, তা পাঠক অবগত নয়। তাঁর সাহিত্য মানবতা শেখায়। তাঁর সাহিত্যে আমরা আশাবাদ ধ্বনিত হতে দেখি। যুগ ও সময়ের সন্ধিক্ষণে চোমং লামার সাহিত্যসৃজন আমাদের বিশেষ শিক্ষা দেয়-ভাবায়। চোমং লামার কথাসাহিত্যের আলোচনায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা, বিষয় জ্ঞান, সমাজ-ইতিহাস চেতনা সর্বোপরি উজ্জ্বলিত আলোকময় রশ্মিকে তুলে ধরাই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য।

'চোমং লামার কথাসাহিত্য স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধানে' এই শিরোনামে আমাদের আলোচনাকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রচিত্রণ, সমকালীন সমাজ রাজনীতি, ইতিহাস, পুরাণভাবনা, সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তুলনায় চোমং লামার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি উপসংহার অধ্যায়ে তাঁর আঙ্গিকের বিশেষত্ব চিহ্নিত করে কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করার প্রয়াস করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলি হল-

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : জীবনকথা

দ্বিতীয় অধ্যায় : চোমং লামার উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

তৃতীয় অধ্যায় : চোমং লামার উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা

চতুর্থ অধ্যায় : চোমং লামার গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য

পঞ্চম অধ্যায় : চোমং লামার গল্পে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা

ষষ্ঠ অধ্যায় : চোমং লামার উপন্যাসে ইতিহাস ও পুরাণ ভাবনার প্রয়োগ

সপ্তম অধ্যায় : চোমং লামার কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি

অষ্টম অধ্যায় : সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তুলনায় চোমং লামার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান

উপসংহার :

গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকাপঞ্জি :

প্রথম অধ্যায় **'জীবনকথা'**-য় দেখানো হয়েছে, চোমং লামার জীবন ও সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট। সাহিত্য কখনো বাস্তব বর্জিত নয়। তাঁর সমগ্র জীবনে সমকালের ক্ষত, জ্বালা, যন্ত্রণার সাথে লড়াই করে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। চোমং লামার জন্ম ১৯২৫ খ্রি. আর মৃত্যু ২০১৬— তাঁর এই জীবনাবর্ত ঘিরে বাস্তব অভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে। চোমং লামার ছেলেবেলার দিনগুলি, ছাত্রজীবন, খেলাধুলো, দুঃখরোগ, লেখালেখির সূচনা, সাংসারিক জীবন, কর্মজীবন, পুরস্কার, গল্প-উপন্যাস থেকে নাটকে অভিনয়, মৃত্যু- এককথায় তাঁর সমগ্র জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। নানান ঘটনাবহুল জীবনে কিভাবে লড়াই করে সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে উঠেছেন তাই বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় **'চোমং লামার উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য'**-এ দেখানো হয়েছে তাঁর উপন্যাসের বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য-অভিনবত্ব। দেশভাগ-সমাজ-রাজনীতি, পুরাণ, ইতিহাস, সবকিছুকেই তিনি বেছে নিয়েছেন বিষয় হিসেবে। আমরা চোমং লামার মোট ১৩টি উপন্যাসকে বিষয়গতভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের বিষয়ও পালটে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায় **'চোমং লামার উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা'**-এ দেখানো হয়েছে, তাঁর উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ বিশেষত্ব। কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপন্যাসের চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। এই অধ্যায়ে চরিত্রসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করে- ১. প্রধান পুরুষ চরিত্র, ২. প্রধান নারী চরিত্র ও ৩. অপ্রধান বা গৌণ চরিত্র আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় **'চোমং লামার গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য'**-এ লেখকের গল্প প্রতিভা-বিষয় নির্বাচনে অভিনবত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি নানাবিধ বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন। গল্পগুলিকে বিষয়গত দিক থেকে নয়টি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। যেমন- ১ রাজনীতি বিষয়ক গল্প, ২. দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা বিষয়ক গল্প, ৩. মধ্যবিত্ত জীবন ও নর-নারী সম্পর্ক বিষয়ক গল্প, ৪. প্রেম-যৌনতা ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক গল্প, ৫. ইতিহাস বিষয়ক গল্প, ৬

জমি ও চা-বলয়ের জীবন বিষয়ক গল্প, ৭. মূল্যবোধের অবক্ষয় বিষয়ক গল্প, ৮. মৃত্যুচেতনা বিষয়ক গল্প, ৯. বিচিত্র জীবনচেতনার গল্প।

পঞ্চম অধ্যায়ে **'চোমং লামার গল্পে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা'**-এ দেখানো হয়েছে তাঁর গল্পের চরিত্রচিত্রণের বিশেষত্ব। গল্পের চরিত্র নির্মাণেও চোমং লামা স্বতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে চরিত্রদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে- ১. প্রধান পুরুষ চরিত্র, ২. প্রধান নারী চরিত্র ও ৩. অপ্রধান বা গৌণ চরিত্র আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় **'চোমং লামার উপন্যাসে ইতিহাস ও পুরাণ ভাবনার প্রয়োগ'**-এ দেখানো হয়েছে তাঁর ইতিহাস ও পুরাণ ভাবনার পরিচয়। তিনি ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর 'গৌড়জন কথা' (১৯৯৯) উপন্যাসে ইতিহাস ও 'বিবসনা দ্রৌপদী' (২০১৬) উপন্যাসে পুরাণ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায় **'চোমং লামার কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি'**-এ দেখানো হয়েছে তাঁর সমাজ জিজ্ঞাসা-চেতনা, রাজনীতি মনস্কতা। সমকালীন উত্তাল সময় তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। দেশভাগ, রাজনীতি, সমাজ, চা-বলয়ের জনজীবন, বিভিন্ন আন্দোলন উঠে এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। প্রথমে উপন্যাসে এবং পরে গল্পে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিকে দেখানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজচেতনা-রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায় **'সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তুলনায় চোমং লামার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান'**-এ সমকালীন তিনজন স্বনামধন্য লেখক দেবেশ রায়, জীবন সরকার ও অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্য আলোচনায় চোমং লামার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। চোমং লামা নিজস্ব সৃজন প্রতিভা দ্বারা সমকালীন সময় ও সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতিকে তাঁর কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরেছেন তাই আলোচিত হয়েছে। এই তিনজন প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিকের মধ্যে থেকেই প্রায় ষাট বছর কাল ধরে চোমং লামা বাংলা সাহিত্যে কতটা জায়গা দখল করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার-এ সামগ্রিক আলোচনার পাশাপাশি চোমং লামার কথাসাহিত্যে আঙ্গিকের বিশেষত্বও তুলে ধরা হয়েছে।